কালের কণ্ঠ

তারিখ ২৯ DEC 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতি

নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

সৃজনশীল প্রকাশনা এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্বমানে পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় জানাল বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতির নতুন কমিটি। গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টারে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠানে সদস্যরা এ প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। বিশেষ অতিথি সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর ও ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব আকতারী মমতাজ। অতিথি ছিলেন কলকাতার বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট লেখক অধ্যাপক ইমানুল হক। অনুষ্ঠানে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি অন্যপ্রকাশের প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি আগামী প্রকাশনীর ওসমান গণি।

শুরুতে অতিথিদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং পরে তাঁদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়। পরে বিদায়ী সভাপতি ওসমান গণি নতুন কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন এবং তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি সভাপতি মাজহারুল ইসলামকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান। এরপর বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশনা সমিতির প্রকাশিত ২০১৬ সালের সম্মিলিত গ্রন্থ তালিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, দেশে যত পাঠক বাড়বে, মানুষের মধ্যে যত পাঠাভ্যাস তৈরি হবে, দেশের তত উন্নয়ন হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের আত্মিক উন্নয়নেও বই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশকরা শুধু বই প্রকাশ করছেন না, পাঠক তৈরিতেও ভূমিকা রাখছেন।

সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিয়েই নয়, শিল্প-সাহিত্য দিয়েও বহির্বিশ্বে তুলে ধরতে হবে বাংলাদেশকে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের সৃজনশীল ও মননশীলতা বৃদ্ধিতে, মানুষের রুচির বিকাশ ঘটাতে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। প্রকাশকরা ওই বই প্রকাশ করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

নবনির্বাচিত সভাপতি মাজহারুল ইসলাম বলেন, 'এ দায়িত্বটি আমার কাছে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের। সাবেক সভাপতি আমাদের এ সংগঠনকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, সেই জায়গায় দায়িত্ব নেওয়া বেশ কঠিন। সৃজনশীল প্রকাশকদের সঙ্গে নিয়েই আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বিশ্ব দরবারে আরো ভালোভাবে তুলে ধরব।'

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে লালনগীতি পরিবেশন করেন ফরিদা পারভীন।